"চোরের উপর

বাটপাড়ি।"

OR

RIGHTLY SERVED,

AN

EXTRAVAGANZA IN ONE ACT,

BY AN ACTOR.

গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটরে অভিনীত।

শ্রী চন্দ্র কুমার দাস দ্বারা প্রকাশিত।

তৃতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।
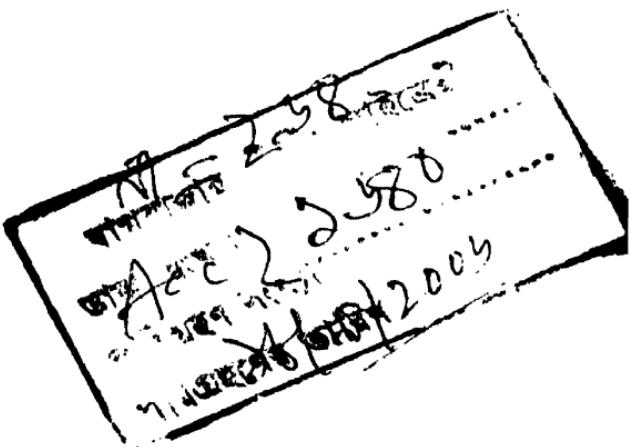
DEDICATION.

THIS LITTLE PIECE

IS

DEDICATED

TO

BABU BHOOBON MOHUN NEWGY,

PROPRIETOR, G. N. THEATRE,

BY

HIS AFFECTIONATE

FRIEND

THE AUTHOR.

প্রহসনোক্ত ব্যক্তিগণ।

অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় ... ধনাঢ্য ব্যক্তি।
নারায়ণচন্দ্র বসু ... ... বেকার ভদ্রসন্তান।
কাঙ্গালিচরণ ... .. স্বর্ণকার।
গিন্নি .. ... অঘোর বাবুর স্ত্রী।
ঝি ... ... অঘোর বাবুর।

বাঙ্গাল বাবু, বাউলের দল, ছোগরা।

সংযোগস্থল—কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আমি গ্রন্থকারের নিকট হইতে "চোরের উপর বাটপাড়ি" নামক এই পুস্তকের কাপি রাইট ১২৮৫ সালের ৪টা আশ্বিনে উচিত মুল্যে খরিদ করিয়া এক্ষণে তৃতীয় সংস্করণ মুদ্রিত করিলাম; যদি কেহ আমার বিনা অনুমতিতে ইহা মুদ্রিত করেণ তাহা হইলে আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইবেন।

সন [illegible] সাল,
৮ই কার্ত্তিক।

শ্রী চন্দ্র কুমার দাস,
১১২ নং চিৎপুর রোড।

"চোরের উপর

বাটপাড়ি।"

প্রথম দৃশ্য—কাঙ্গালি স্বর্ণকারের দোকান।

(কাঙ্গালি ও একটী ছোগ্‌রা কর্ম্মে নিযুক্ত, নারায়ণ বাবু উপস্থিত)

কাঙ্গা। (গীত)

এসেছে নবীন আবার বাংলা মুলুকে।
সে যে স্বাধীন হয়ে, করে বিয়ে,
কাল কাটাবে মনের সুখে॥
ঘানির বিত্তন্ত, জেনেছে মোহন্ত,
থাক্‌তে জিয়ন্ত, পরনারীর নাম্‌টী
আন্‌বে না মুখে॥

হাঁ গা নারান বাবু নবীন কি এখন লাট সাহেবের বাড়ীতেই আছে?

নারা। উঁ হুঁ! শিম্‌লে কোন্ বাবুদের বাড়ীতে আছে।

কাঙ্গা। লিমাই বাবু বলছিল কি ট্যাম্পল না টোম্পল সাহেবের বাড়ীতে বাঁসা লেছে।

নারা। আরে না টেম্পেল সাহেব—এই ছোট লাট সাহেব আর কি—নবীনকে দয়া করে খালাস দিয়েছেন।

কাঙ্গা। হাঁ গা লবীন্, লবীন্, লবীন্, লবীন্‌টী কেমন্?

নারা। কেমন আর, তুমি আমি যেমন। যাহোক একটা হুজুক করে অনেকে অনেক পয়সা রোজকার কল্লে—বিশেষ বটতলার বইওয়ালারা আর থিয়েটারওয়ালারা।

কাঙ্গা। হাঁ ঠিক্ ঠিক্, আমি একবার চার আনায় এক টিকিস্ করে মোহন্ত-লাটক দেখে এসেছি। আঃ ভ্যালা যা হোক, এলোকেশীকে কেটে লবীন যে কল্লে রক্তে রক্তপাৎ! চর্‌কি ঘুরে পাগল হল, সেই খানটী বাবু আমায় বড় ভাল লেগেছিল।

নারা। আমি ওসব দেখেছি, আমার ফ্রি টিকিট্ ছিল, মোহন্তের রামায়ণ পর্য্যন্ত দেখেছি।

ছোগ। মোহন্তের রামায়ণ?

নারা। আরে মোহন্তের 'সাত কাণ্ড'!—ছোড়া নে তামাক সাজ—বুঝেছ হে কাঙ্গালিচরণ, যা বল বাবা, সে দিন যে মোহন্তের ঘানি করেছিল—বহুতাচ্ছা! কোথা লাগে "সতী কলঙ্কিনী"

ছোগ। মিস্ত্রিমশাই, এক টাকা দিয়া এক বোতল

মোহন্তের তেল আমি কিনে নে গেছলেম—তেলটার যে ঝাঁজ্ দু-দিনে বুনুয়ের দাদ আরাম হয়ে গেল।

(অঘোর বাবুর প্রবেশ।)

অঘো। কি হে কাঙ্গালিচরণ, কতদূর ?

কাঙ্গা। কর্ত্তাবাবু নমস্কার। বসুন, এটু পচ্চিম ঘেঁসে সরে বোস তো নারান্ বাবু।

অঘো। তো বেটার কি "ন" বেরুবে না ?

কাঙ্গা। আজ্ঞে "লো" আমার কিছু কম এসে ? আপনি জিনিসের কথা বল্‌ছিলে ? এই রসান্‌টা হলেই হয় ?

অঘো। সে কথা নয়—সেই সেই (ইঙ্গিতাভিনয়)

কাঙ্গা। (ক্ষণেক অঘোর বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া পরস্পর ইঙ্গিতাভিনয়) ওঃ মালের কথা ? সে ঠিকই আছে।

অঘো। (ইঙ্গিতে নারায়ণের সম্মুখে প্রকাশ করিতে নিষেধ)

কাঙ্গা। আঃ তা থাক্, ও খুব ভয়ের লোক, এই সকের দলে থাকে, বরং ওকে লিন খুব জোগাড়ে হবে, (কিছু অঙ্গুলি দ্বারা টাকার ইসারা)

অঘো। বটে ! ওহে বাপু, তুমি কি কাজ কর্ম্ম কর ?

নারা। আজ্ঞে, এই ট্র্যামওয়ে উঠে যাওয়া অবধি বেকার বসেছিলেম, আবার ট্র্যামওয়ে হবে বলে ভাবৃচি, মধ্যে দিন আষ্টেক সেন্‌সসে ঠিকে খেটেছি—সেই অবধিই মিস্তির সঙ্গে আলাপ, এইখানেই আপিস করেছিলেম।

অঘো। তবে তুমি এই পাড়ায় সেন্‌স’স করেছিলে? তবে এখানকার সব জানা শুনো আছে—একটা কর্ম্ম আজ্ঞে পারবে? মিছি যা বলছিল—ছিবলেমো না কর তো বলি—তোমায় কিছু পাইয়ে দেবো।

কাঙ্গা। না মশাই খুব ভয়ের আছে, এই সেদিন শান্তিপুরে একটা কাজ গুছিয়ে এসেচে।

অঘো। বাহোবা! খুব ভয়ের—সার্টিফিকেট্ওয়ালা—আচ্ছা লাগে, সিকি তোমার—কেমন হে কাঙ্গালিচরণ?

কাঙ্গা। আজ্ঞে তা হলেই যথেষ্ঠ হবে—ঢেক!

নারা। কি বলুন না মহাশয়, তারপর দেখবেন কাজের কাজী কি না?

অঘো। কাজ আর কি হে বাপু! ভেঙ্গেচুরে বলি—হরতনের বিবিতে ইস্কাপনের টেক্কা তুরুপ কর্ত্তে হবে।

নারা। যদি গোলাম বাইরে থাকে?

অঘো। তবে আর খেলওয়াড় কি?

নারা। দেখা যাক্ তো বেয়ে চেয়ে—ভেঙ্গে চুরে সব বলুন।

অঘো। (ক্ষণেক নারায়ণের প্রতি চাহিয়া) হাঁ, পারবে পারবে না খেয়ে না দেয়ে চেহারাখানা করেছ ভাল। কিন্তু বাবু নেমক্হারামি ক’র না; দেখ সরে এস, এই রাস্তা লম্বা ধরে গিয়ে, যে ডানহাতি গলিটে আছে জান, সেটায় যেও না, তার আগে আদ্ রসিটাক্ গিয়ে ময়রার

দোকান আছে জান, তাহির তিন দরজা পশ্চিমে, মনে পড়েছে কি ?

নারা। আজ্ঞে বুঝেছি, ওপরে খড়্‌খড়ে আছে তো ?

অঘো। হাঁ, আচ্ছা দেখ আজিই তুমি যেও (কাণে কাণে কথা ও ইঙ্গিতাভিনয়—অনেক ঢাকাই ভদ্রলোকের প্রবেশ ও অলঙ্কার লইয়া স্বর্ণকারের প্রতি তর্জ্জণ গর্জ্জণ ও পরে প্রস্থান।) তার পর যা যা হয় পরে তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌বো।

নারা। আজ্ঞে কখন তবে দেখা হবে।

অঘো। শোন বলি (কাণে কাণে কথা ও ইঙ্গিতাভিনয়) এই মোড়ের মাথায়। তবে, দেখ ভুল না আমি এখন চল্লেম।

নারা। আজ্ঞে তবে আমিও যাই।

অঘো। কাঙ্গালি এখন চল্লেম হে, একে ভাল করে বুঝিয়ে সুজিয়ে দিও।

[প্রস্থান।

নারা। কেমন (ইঙ্গিতাভিনয়)

কাঙ্গা। মন্দ নয়, আমাদের এই (অঙ্গুলি নাড়িয়া) হলেই হল। তবে তুমি যাও, দেখো মুখ থাকে যেন ?

নারা। হাঁ যাই।

[প্রস্থান।

কাঙ্গা। চল্ ছোগরা আমরা ও খাওয়া দাওয়া করিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য—রাস্তা

(নারায়ণের প্রবেশ।)

নারা। তাই তো, কোন্‌টা ঠাওরাতে পাচ্চিনে—তিন রজা—রাম, দুই, তিন দরজা—এই যে ওপরেও খড়্‌খড়ে নাছে, এইটেই বটে; যাহোক্ এট্টু এদিক ওদিক করে দেখা াক। (শিষ দেওয়া)

(একদল বাউলের গীত গাইতে গাইতে প্রবেশ)

বাঃ বেশ সুবিধা হয়েছে! বাউলের দল গান গাইতে গাইতে আস্‌চে, পাড়ার সব লোক ছাতে উঠবে, আমারও দেখবার সুবিধা হবে (পাইচারি)

(জানালায় গিন্নি ও নিচের দরজায় ঝির প্রবেশ)

ঝি। ওরে তোরা নতুন গান জানিস ?

বাউল। জানি বই কি ঠাকরুণ।

ঝি। তবে গা দেখি—ওপরে গিন্নি আছেন পয়সা দেবেন্।

বাউল। (গীত)

রাগিণী মুলতান্—আড়খেম্‌টা।

বড় বেজায় দর বাড়ালে বরের বিশ্ব-বিদ্যালয়।
বাঙ্গলায় কন্যাদায়, যত গৃহস্থ লোকেতে মারা যায় ॥

হতে এন্ত্রাস পাস, চায় গো রূপার থাল গেলাস,
বিয়েয় সোনার ঘড়া গাড়ু,
এমেতে সর্ব্বস্ব চায় ॥
কনের বাপ বর-কর্ত্তারে, কহিছে মিনতি করে,
তোমার এ গাঁট কষার চাপন,
আমার ক্ষুদ্র প্রাণে নাহি সয় ॥
ছি ছি বঙ্গবাসীগণ, ঘৃণায় কি পোড়ে না মন,
পাঁঠা পাঁঠির মতন করে কি বেটাবেটী বেচতে হয়?

[প্রস্থান।

(গিন্নি ও নারায়ণের পরস্পর ইঙ্গিতাভিনয়)

গিন্নি। ঝি (ইঙ্গিতাভিনয়)

ঝি। (ইঙ্গিতাভিনয় করিয়া) ওগো বাবুটী আপনি একবার এই দিকে আসুন।

নারা। কাকে—অ্যাঁ, অ্যাঁ, আমাকে?

ঝি। একবার এই দিকে আসুন, একটু দরকার আছে.

নারা। কেন, কেন গা?

ঝি। আসুন না বলি।

নারা। (স্বগত) কপাল বুঝি ফির্‌লো।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য—অঘোর বাবুর অন্দর।

(গিন্নিও নারায়ণের প্রবেশ।)

গিন্নি। এসনা ভয় কি? এখন কেউ আস্‌বে না; তুমি পুরুষ মানুষ—তোমার এত ভয়?

নারা। না, না, আমি ভয় কচ্চিনে—তবে কি তোমার স্বামী যদি হঠাৎ এসে পড়ে, তাই—

গিন্নি। অমন চের্ হঠাৎ এসেচে, আসে তখন তার উপায় হবে, সে তো আর তোমার ভাব্‌তে হবে না এখন তুমি বস, আমোদ কর, আমি অমন গুজ্‌গুজে লোক ভাল বাসিনে।

নারা। না, আমোদ কর্‌বোনা তো এলেম কেন? আমি তোমার কথা শুনে অবধি পাগল হয়ে বেড়াচ্ছিলেম, কদিন ধরে রোজ্ এই রাস্তায় কতবার পাল্টি মেরেছি, আর এই খড়-খড়ি পানে তোমার আশায় হাঁ করে চেয়ে থেকেছি—বাড়ি খুঁজতে কম্ কষ্ট হয়েছে—রাম, দুই, তিন দরজা।

গিন্নি। সে কি?

নারা। আছে বাবা! তোমার বাড়ীর ঠিকানা।

গিন্নি। সত্যি বলনা, আমার কথা তুমি কোথা শুন্‌লে?

নারা। ভাই! পদ্ম প্রস্ফুটিত হলে কি সরোবরের সন্ধান বলে দিতে হয়? তার সৌরভই ভ্রমরকে টেনে আনে।

গিন্নি। বেশ ভাই, একহাত দিলে কিন্তু এ যে নীলপদ্ম।

নারা। ক্ষতি কি? আমিও তোমার উপযুক্ত হনুমান, যত্ন করে তুলে নেগে প্রভু রামচন্দ্রকে উপহার দেব।

গিন্নি। না ভাই, আমার রামে শ্যামে কাজ নেই—তুমি আমায় বাম হয়ো না। (হস্ত ধরিয়া) বাস্তবিক ভাই কে জানে তোমার চোকে কি আছে, এক চাউনিতেই আমায় পাগল করেছ, কিন্তু ভাই তোমাদের বিশ্বাস কি, দু'দিন বাদে চিন্তেও পার্ব্বে না।

নারা। না ভাই, যথার্থ বল্‌চি, তোমায় আমি ভুলুব না, তবে কি———

গিন্নি। বল না কি বল্‌ছিলে?

নারা। না, আমার মত লোকের এ কাজ পোষায়ওনা, সাজেওনা।

গিন্নি। কেন? তোমার কি দাঁত পড়েছে না চুল পেকেছে? (চিবুক ধরিয়া) এই ত দিব্বিটী!

নারা। তা না ভাই, ভদ্র লোকের ছেলে, হাতে না পয়সা থাক্‌লে কিছুই ভাল লাগে না—কাব কর্ম্মের চেষ্টায় ঘুর্‌ব, না আমোদ কর্‌ব।

গিন্নি। কোথায় তুমি কাজ কর্ম্ম কর্ত্তে যাবে? তা হলে তোমায় আমি দিনের বেলায় পারনা, তোমার যখন যা দরকার হয় আমায় বোলো—তাতে আর লজ্জা কি, আমার যা, তা তোমারি।

নারা। (স্বগত) মন্দ নয়, আহার ঔষধ দুই, তবে আর

ভাবনা কি (প্রকাশ্যে) ভাই আমায় যা বল্‌বে তাই কত্তে প্রস্তুত আছি, আজ্‌ অবধি আমি তোমার কেনা গোলাম হয়ে রইলেম।

(নেপথ্যে দ্বারাঘাত)

নেপথ্যে। গিন্নি ?

নারা। (সভয়ে) অঁ্যা—অঁ্যা ! কি কি কি হবে ?

গিন্নি। চুপ কর (নিদ্রাবিকৃত স্বরে) অঁ্যা—যাই।

নারা। কি হবে, কোথা দিয়ে বেরুব ?

গিন্নি। ভয় কি চুপ্ করনা, বেরুবে আবার কোথায় ? ঘরেই তোমায় ঢুকুচ্চি।

নারা। ও বাবা এই ঘরে !

গিন্নি। চুপ করনা—এস—যাও।

(টেবিলের নিচে নারায়ণের লুকান গিন্নির টেবি-
লের উপর টেবিল-ক্লথ বিস্তারণ ও
পরে দ্বারোদ্ঘাটন।)

অঘোরের প্রবেশ।

অঘো। সাত ঘণ্টার দরজা খোলা হয় না—দোর দিয়ে বসে কার সঙ্গে গল্প হচ্ছিল ?

গিন্নি। যমের সঙ্গে, আর কার সঙ্গে—তুমি এতক্ষণ ছিলে কোথায় ?

অঘো। আমার নানান্ কাজ নানান্ বনকট।

গিন্নি। আর আমার কাছে বসা তোমার একটা কাজ্

নয়? আমি একলাটি থাকি কি করে বল দেখি? ঘুমিয়েও স্থির নেই এমনি একটা বদ স্বপন দেখ্‌ছিলেম্।

অঘো। (সহাস দন্ত বিকাশ করিয়া) ওঃ তাই বুঝি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বক্‌ছিলে? আমি বলি বুঝি কার সঙ্গে গল্প কচ্ছিলে।

গিন্নি। এমনি তোমার মনই বটে! এখন জল টল খাবে?

অঘো। না শরীরটে ভাল নেই, এখন কিছু খাবনা, আস্‌তে এট্টু রাত্তির হবে তাই বল্‌তে এলেম্।

গিন্নি। না, না, রাত করনা মাতা খাও আমি একলা থাক্‌তে পার্‌বনা।

অঘো। না, বড় বেশি হবেনা।

[প্রস্থান।

গিন্নি। যেও না যেও না আমার মাথা খাও যেও না ওগো যেও না, যাও অধঃপাতে যাও নিমতলার নতুন ঘাটে যাও (নারায়ণকে বাহির করিতে উদ্যতা) এস বেরিয়ে এস।

নারা। গেছে নাকি?

গিন্নি। হাঁ আর ভয় কি?

নারা। না ভয় আর কি—খুব যা হোক্।

গিন্নি। বস, ভাল হয়ে বস।

নারা। না ভাই আজ্ আর থাক্ আমি আসি।

গিন্নি। সেকি জল্ টল্ খাও—ঝি—

নেপথ্যে। যাই।

[জলখাবার দিয়া ঝির প্রস্থান।

গিন্নি। এস জল খাও।

নারা। না আজ আর থাক্।

গিন্নি। এই ত ভাই, তুমি আমায় ভাল বাস না— তা হলে খেতে।

নারা। না, না, খাচ্চি।

গিন্নি। তুমি ভাবচ কি? এই খাও (মুখে তুলে দেওয়া)

নারা। তুমি খাও (উভয়ের আহার) তবে আজ আমি আসি?

গিন্নি। নিতান্তই কি না গেলে নয়?

নারা। আমার একটু বিশেষ বরাৎ আছে।

গিন্নি। তবে কাল এমনি সময়—বরং একটু সকাল সকাল আস্‌বে, আমার মাতা খাও।

নারা। ছি ওকথা কি বল্‌তে আছে? আমি আস্‌ব।

গিন্নি। আস্‌বে?

নারা। আস্‌ব।

গিন্নি। আস্‌বে?

নারা। আস্‌ব।

গিন্নি। আস্‌বে?

নারা। আস্‌ব।

গিন্নি। ভাই প্রাণ রইল তোমার কাছে। (নারায়নের অজ্ঞাতসারে নারায়ণের পকেটে একটী মণীবেগ প্রদান)

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য—রাস্তা।

(অঘোর বাবুর প্রবেশ।)

অঘোর। কৈ এখন তো আস্‌চে না? দেরি হচ্চে কেন? বোধ করি সে যায় নি। আমার সঙ্গে ঠিক পাঁচটার সময় দেখা কর্‌বার্ কথা,—পাঁচটা ছেড়ে সাড়ে সাতটা হতে গেল, কেন এত দেরি হচ্চে কিছুই তো বুঝ্‌তে পাচ্চিনে। পাছে আমার দেরি হয় সেই জন্য যা আমি বাড়ীতে জল পর্য্যন্ত খেলেম্ না, গিন্নি কত অনুরোধ কল্লে তবুও এক দণ্ড দাঁড়ালেম্ না। বোধ করি ছোগ্‌রা সাহস করে যেতে পারে নি, ছেলে মানুষ!—কাঙ্গালি যেমন সেকরার ঘরের বোকা তাই ছেলে মানুষকে জোটালে। (চিন্তা) কিন্তু ছোগ্‌রা চালাক্ আছে, চেহারাটাও মন্দ নয়! কাজ যদি গোচাতে পারে, তা হলে একবার ফারচুন ফিরে যাবে; যা হোক দেখা যাক্ (চিন্তা) ঐ না কে আস্‌চে? ঐ তো বটে হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে আস্‌চে, বোধকরি সফল হয়েছে তা না হলে মুখে হাঁসি আস্‌তো না, দেখি ও এসে আমায় খোঁজে কি না।

(অন্তরালে অবস্থিতি)

(অপর দিক দিয়া নারায়ণের প্রবেশ।)

নারা। বাহবা কি বাহবা। খাওয়ালে দাওয়ালে আবার টাকা দিলে? এ তো বেশ মজা! বুড়ো বেটাতো আচ্ছা

চার আমায় দেখিয়েছে; কথায় বলে "খোদা যব্ দেগা তো ছাপপড়্ ফোড়্কে দেগা" তাই হয়েছে আমার! ভের ট্যাম্ওয়ে! আর চাকরির জন্যে শেন্জার খোশামোদ কর্ত্তে যাব না—মাগীটা তো হাত হয়েছে, কিন্তু নেমকহারামি কর্ত্তে পার্‌বো না, বুড়কে কিছু ভাগ দিতে হবে, একলা সব ভোগ করা হবে না, তা হলে ধর্ম্মে সবে না; যাহোক আজ এ টাকায় আমার বড় উপকার দেবে; টাকা যে আজি পাব তা তো আশা করিনে।

অঘো। (নিকটে আসিয়া) কিহে ভারি হাঁস্তে হাঁস্তে আস্চ যে? খপর কি?

নারা। খপর মহাশয় খুব ভাল, মধ্যে আবার বড় রগোড় হয়ে গেছে!

অঘো। কি, কি, কি, শুনি বল দেখি।

নারা। আপনি ব্যস্ত হবেন না, বলি শুনুন।

অঘো। বল।

নারা। অনেক খুঁজেপেতে তো বাড়ি বের্ কল্লেম, রাম, দুই তিন দরজা, যেমন বলে দেছলেন—কি করি, সেই খানে বেড়াচ্চি আর শিষ দিচ্চি—এমন সময় এক দল বাউল গান গাইতে গাইতে উপস্থিত—আমারও সুযোগ হলো—যা ভেবেছিলেম তাই—ঝাঁ করে উপরকার খড়খড়ে খুলে গেল—আর তার ভেতর মোহিনী মূর্ত্তি—দুজনেরি চোক খেল্‌তে লাগলো—এমন সময় ঝি এসে আমায় ডেকে নে গেল—বাড়ির ভেতর ঢোক্‌বা·

মাত্র গিন্নি খাতির করে ঘরে নে গিয়ে বসালেন—ভারি ফূর্ত্তি, যেন কত কালের আলাপ পরিচয়, এমন সময়—

অঘো। কি কি কি এমন সময় কি হল?

নারা। বাড়ির কর্ত্তাশালা এসে দরজায় ধাক্কা—"গিন্নি, গিন্নি"—বেটার যেন বাবাকেলে গিন্নি—আমি ত আড়ষ্ট—আকাট মেরে গেলেম—গিন্নি আমার দুনিয়ায় দৃক্‌পাতে আনেন না—আমায় টেবিলের নিচের না লুকিয়ে রেখে—সামনের কাপড়টা টেনে দিলে—সে বেটা এসে দুই একটা কথা কয়ে বিদায় হলো—সেও গেল গিন্নি আমায় টেনে বের করে—তার পর জলটল খাওয়া গেল—চের মাথার দিব্য দিলে, কাল যাবার জন্যে। তার পর এই টাকার ব্যাগ লুকিয়ে আমার পকেটে ফেলে দিয়েছে।

অঘো। (সন্দিহানচিত্তে স্বগত) তাইতো কি হলো এ যে আমারি মণি-ব্যাগের মত দেখ্‌চি—বেটা আমারি সর্ব্বনাশ করেছে না কি? না, এমন ব্যাগও তো অনেকের থাক্‌তে পারে (প্রকাশ্যে) আচ্ছা ঘরটী কেমন সাজানো বল দেখি?

নারা। তা মহাশয় বেশ—কৌচ আছে একখানা, একটী টেবিল আছে—ঐ যার নীচে আমি লুকিয়ে ছিলেম—খান কতক চেয়ার আছে, একটী সিন্দুক আছে, এক কোণে একটা কিসের পিপে আছে।

অঘো। (স্বগত) বেটা বলে কি? আমায় আকর্ষা করে তুলেছে, আঁ্যা খুনিয়ে খুনিয়ে আমারি সর্ব্বনাশ! পরস্ত্রীর

আমেন—ভাল, একজামিন্ কর্ত্তে হবে (প্রকাশ্যে) ঠিক্ ঠিক্ ঐ বটে, তা তুমি আবার কাল যাবে ?

নারা। যাব বই কি মহাশয়, আমার মাথার দিব্বি দিয়ে তিন সত্য করে নিয়ে তবে আস্‌তে দিয়েছে।

অঘো। তবে কাল যেও, ভাল করে আমার কথাটা তুলো, মাচটা খেলিয়ে ডেঙ্গায় সাবধানে তুল্‌তে পাল্লেই তোমারও ফার্চুন্ ফির্‌বে আমারও ফির্‌বে।

নারা। মহাশয় এতে ছুশো টাকা—টাকায় আর নোটে আছে; তা আমায় সিকি দিয়ে বাকি আপনি নিন্।

অঘো। না, না, তোমার এখন নিতান্ত অভাব, বেকার অবস্থায় আছ ও টাকা তুমিই নাও, যখন ভারি দাঁও হবে তখন তুমি ভাগ দিও।

নারা। এখন তবে আসি মহাশয়।

অঘো। হাঁ আমিও যাই—দেখ ভুল না।

নারা। আজ্ঞে না, নমস্কার।

[প্রস্থান।

অঘো। আমার মনে যে বড় সন্দেহ হচ্চে, বেটা কি শেষকালে আমারি সর্ব্বনাশের যোগাড় কল্লে! অ্যাঁ!—যাই হোক, কাল তকে তকে থাক্‌তে হবে।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য—অঘোর বাবুর অন্দর।

(গিন্নি ও নারায়ণ খাবার খাইতে উপবিষ্ট।)

নারা। বলি আজ আবার আস্‌বে না তো?

গিন্নি। আসে তার উপায় করা যাবে; দেখেছতো সাহস।

নারা। তা তো খুবই দেখিয়েছ।

গিন্নি। এস ভাই আমরা দুজনে বৃন্দাবনে চলে যাই।

নারা। বৃন্দাবনে যেতে হবে কেন, তুমি যেখানে থাক সেই খানেই বৃন্দাবন।

গিন্নি। এক জিনিষ খাবে?

নারা। কি?

গিন্নি। খাওতো বলি।

নারা। তা তুমি যা দেবে তাই খাব, এখন্ তুমি আমার—

"অন্নদাতা ভয়ত্রাতা
যস্য কন্যা বিবাহিতা"

গিন্নি। ঐ দেখ দেখি ঐ বেশ, এই আমি ভালবাসি (মদ্যের শিশি আনিয়া) তুমি এম্‌নি করে আমোদ করে কথা কও, তোমার কিসের ভয়! যখন আমার কাছে আছ তখন মনে কর গড়ের মাঠের কেল্লার আছ। [মদ্য প্রদান]

নারা। অঁ্যা এ কোথেকে পেলে?

গিন্নি। মিন্সে খায়, আমাকেও শিখিয়েছে, বলে তোর "অম্বলের ব্যারামের উপকার হবে" আমি—"সেধো ভাত খাবি, না হাত ধোব কোথা ?"

নারা। তবে তুমি প্রসাদ করে দাও।

গিন্নি। যদি আসে—আঃ, তা আমার মুখের কাছে পার্‌বে না (অর্দ্ধ পান করিয়া নারায়ণকে প্রদান)

নারা। (পানান্তে) বাঃ এ যে ব্রাণ্ডি ! চাকৃরি গিয়ে অবধি যা কাঙ্গালির কাছে এট্টু আদটু বাকের খাঁটি খেতেম্, ব্রাণ্ডির টেষ্ট তো ভুলেই গেছলেম।

গিন্নি। তবে আর এক গেলাস খাও।

নারা। দাও, তোমার হাতে প্রাণ সমর্পণ করেছি, কি দেবে দাও।

গিন্নি। (মদ্য পাত্রে ঢালিয়া)

(গীত)

"কি দিব কি দিব তোমায় মনে ভাবি আমি।
সকলকারির সকল আছে, আমার কেবল তুমি ॥"

নেপথ্যে। গিন্নি—গিন্নি ?——দরজা খোল—জল্‌দি।

নারা। (সভয়ে) আবার আজ যে, কি হবে ? ও গিন্নি ? আমি পৌঁছি রক্ষা কর; নেশা হয়েচে, কি হবে, তুমি না রাখ্‌লে কে রাখ্‌বে ? তুমি আমার সব, তুমি আমার পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা।

গিন্নি। চুপ্ কর, চুপ্ কর, হচ্চে।

নারা। আর চুপ্ কর, আমি টেবিলের ভেতর যাই, তুমি সাম্‌নের কাপড়টা টেনে দিও (টেবিলের মধ্যে লুক্কায়িত হওন)

গিন্নি না না আজ ওখানে নয়, এস এস এই—পিপের ভেতর যাও।

নারা। পিপের ভেতর কি করে যাব ?

নেপথ্যে। দরজা খোল না গিন্নি ? দেড় ঘণ্টা দাঁড়িয়ে রয়েছি উত্তর নেই।

নারা। ঐ—বাবা, শীঘ্র শীঘ্র——

গিন্নি। (কাতর স্বরে) ওঃ——ওঃ——আ——আ—— (মৃদুস্বরে) যাও পিপের ভেতর যাও, ওতে বিলিতি মাগী ছেল——অ্যাঁ——ওঃ

(নারায়ণের পিপের মধ্যে প্রবেশ।)

গিন্নি। (কাতর স্বরে) ওঃ—আঃ—(দ্বারোদ্ঘাটন)

(অঘোর প্রবেশ করিয়া টেবিল উলটান।)

গিন্নি। (পেট টিপিয়া) ওরে বাবারে! দেখ দেখি আমি মরছি একে, আবার কোথা থেকে ছাই ভস্ম গিলে মাতাল হয়ে এসেছ।

অঘো। মাতাল হয়ে এসেছে বই কি। বের কর ? বের কর—বের কর—

গিন্নি। অ্যাঁ কি বল্‌চ গো; বোস, মাতায় জল দিই; আঃ—ওঃ—আপনার একতার বুঝে খেতে পার না? আঃ—ওঃ—ঘরে এসে খেলে হত না?

অঘো। ঘরে এসে তোমার মাতা খেতে হবে।

গিন্নি। আ—হা—হা—তাই খাও গো; তাই খাও আমার হাড্ডা জুড়ুক, উঃ—উঃ—বড় বেদনা! এট্টু ঐ তোমার ওষুধ খেতে গেলেম, তাও পড়ে গেল ওঃ—ওঃ—ওঃ—পেট্টা সেঁটে ধল্লে যে গাঃ—আঃ—(কাতর হইয়া কৌচে উপবিষ্টা)

অঘো। আচ্ছা আমি বসন্ত বাবুকে পাঠিয়ে দিই গে, দু-মিনিটে ভাল করে দেবে এখন।

গিন্নি। না গো না, সাগুর বিচিতে আমার কিছু হবে না, আমার পেটে বেলের চারা বিসাতে হবে।

অঘো। তবে আমি কানাই বাবুকে পাঠাইগে, বেলের চারা হোক তালের চারা হোক যা হয় সেই দেবে; আমি আর দেরি কর্ত্তে পারিনে, দেখ্‌চি আমার একুল ওকূল দুকূল গেল—মোড়ের মাতায় দেখি সে যদি আসে—ছেঁাড়া কি যে কচ্চে কিছুই বুঝতে পাচ্চিনে।

[প্রস্থান।

গিন্নি। (কাতরস্বরে) ওঃ—ওঃ—ওঃ—(হাস্য) হা! হা! হা! আপদ গেছে, উনি মনে করেন ওঁর বড় বুদ্ধি! উঁকি মাচ্চ কি? এস আমার প্রাণের ধন পিপের রতন? (নারা-

রণের পিপের মধ্য হইতে বাহিরে আগমন) বিজিতি বাতী গায়ে লেগেছে বিলিতি জল থাও ধুয়ে যাবে এখন———

নারা। না আজ আর নয় আমার নেশা হয়েছে; এখন আমি রোজ আস্‌বো——তোমার খুব বুদ্ধি।

গিন্নি। এ কাযে বুদ্ধি আপনিই এসে পড়ে।

নেপথ্যে। মা ঠাকরুণ একবার এ ঘরে আস্‌বে গা, তা হলে ঘরটা পরিষ্কার করি।

গিন্নি। এস ভাই এস আমরা ও ঘরে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য— মোড়ের পথ।

(অঘোরের প্রবেশ।)

অঘো। তাই তো আমায় যে বিষম সমস্যায় ফেল্লে কিছুই তো বুঝতে পাচ্ছিনে, টেবিল ফেবিল তো খুব খুঁজলেম, কিছুই তো নয়, আমার মিছে সন্দেহ, গিন্নি আমার তেমন নয়—কত কাঁদতে লাগলো, ব্যারামটা হয়েছে বটে—উজুর; মা না বুড়ো বাবার মত হয়েছিল। ডাক্তারদেরও দেখা পেলেম না হাই— এটা গেছে ক্যাম্বেলে, [illegible] মরেছে পেটে ফোড়া, দেখি রাত্তিরে পাই যদি। আজ —এক্কা একেবারে [illegible] নি, [illegible]; তা নইলে আমি [illegible] এ রকম হাতড়াতে পারিনে।

এই যে আমার [illegible] "নারাণ" আস্‌চে—কি হে ভারি ফূর্ত্তি যে? খপর কি? আজ আমার কথা কিছু বা যো দিয়েছিলে?

নারা। আজ্ঞে না, আজ পারি নি।

অঘো। হুঁ—

নারা। আপনি দুঃখিত হবেন না, অচিরাৎ ফল প্রসব কর্ব্বে—আমি আপনার কাজ খুব কচ্চি—আমি নেমকহারাম নই, আজ হলো কি——

অঘো। হাঁ হাঁ কি হলো?

নারা। সে দুঃখের কথা কবেন না শুনুন। আজ তো গিয়ে জলযোগ কল্লেম—ছুঁড়িটা আবার খানিক ব্রাণ্ডি বের করে দিলে—বল্লে আমার ভাতার অম্বলের ব্যারাম ভাল হবে বলে আমায় খেতে শিখিয়েছে—ব্রাণ্ডি এক গেলাস খেয়ে আর এক গেলাস খাচ্চি, এমন সময় তার ভাতার শালা এসে পড়্‌লো—ছুঁড়ির ভারি বুদ্ধি—আমায় আজ টেবিলের নিচেয় না লুকিয়ে—আজ পিপের ভেতর লুকুলে—তার পর যেন ব্যাম হয়েছে দেখিয়ে আঁ—ওঁ করে কপাট খুলে দিলে—মিন্সে এসে টেবিলটা উল্টে পাল্টে একেকার—আমায় কোথায় পাবে—তার পর ছুঁড়ি উল্টে তাকে মাতাল বলে ধমকালে—মিন্সে ডাক্তার ডাক্‌তে গেল—আমি [illegible] বের হয়ে অন্য ঘরে গিয়ে [illegible]——

অঘো। (স্বগত) কি [illegible] কি এ? আমি [illegible]

খেল্ দেখ্‌চি না কি? (প্রকাশ্যে) আচ্ছা তার স্বামীকে তুমি দেখেচো?

নারা। না মহাশয়, গোর্‌রেটা যতক্ষণ হুকায় কাড়ছিল, আমি ততক্ষণ কেবল পিপের পত্তর্ শুণছিলেম্।

অঘো। (স্বগত) আচ্ছা! আর এক দিন দেখ্‌বো (প্রকাশ্যে) দেখ কাল তুমি আমার কথা পাড়তেই চাও, কাল তুমি ঠিক্ তিনটার সময় যেও, আমার সঙ্গে এখানে ঠিক চারাটর সময় দেখা হবে——হাঁ আজ্ আর কিছু দেচে?

নারা। আজ্ঞে না, পয়সা কড়ি কিছু দেয় নি, আর রোজ রোজ!

অঘো। হাঁ—হাঁ—তুমি যাও।

[নারায়ণের প্রস্থান।]

বার, বার, তিন বার! কাল এস্পার কি ওস্পার!! কিন্তু ঐ ঘরে কোথায় ঢুকুবে? যাই কাল আমি সাড়ে তিনটার সময় হাজির হচ্চি।

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য—অঘোরের অন্দর।

(নারায়ণ তামাক খাইতেছে।)

নারা। "মনবাগে কেনে বই অনবাগে পড়ে।
আনাড়ির ঘোড়া সয়ে সওয়ারেতে চড়ে।"

দিনবন্ধু মিত্র ঠিক বলে গেছে পরের ভালুকে কি যৌবন বনবস্তই আমার হয়েছে—তবে বুড়ো বেটাকে কিছু কিছু গালাগালি দিতে হবে, তা দিলেমই বা! গিন্নির আমার উপর যে রকম নেক নজর দেখ্‌চি, এখন এ বাড়ী ঘর দোর সব আমারই, বুড়োটা বোধ হয় আমায় কিছু সন্দেহ কচ্চে, তা তাকে টাকা কড়িরই ভাগ দেব—গিন্নি আমার!

(জলখাবার লইয়া গিন্নির প্রস্থান।)

গিন্নি। এস জল খাও, খেয়ে দেয়ে—

নেপথ্যে। গিন্নি ও গিন্নি—

নারা। আজই আমার কবোর! টেবিল গেছে, পিপে গেছে এবার কোথায় যাব?

নেপথ্যে। গিন্নি, গিন্নি—

গিন্নি। যাই, সদুর ময়না? (মৃদুস্বরে) এস এস (ব্যস্তভাব)

নারা। কোথা যাব? গেচি যে, আজ যে মিন্‌সের ভারি চড়া মেজাজ! আজ পেলেই আমায় কীচক বধ কর্ব্বে।

নেপথ্যে। কচ্চ কি? দরজা খোল না? ঘরে কে আছে বুঝি? এখন পার কর্ত্তে পার নি?

গিন্নি। হাঁ আছে তোমার যম—যে তোমার ঘাড় ভাঙবে, কাপড়চোপড় পরছে তর সয় না—

নারা। ওগো কোথা যাব থোও পিপের যাব, না খাটি বদ্‌লাবে? আর তো জায়গা দেখিনে?

গিন্নি। এস এই সিন্ধুকের ভেতর যাও।

নারা। সিন্ধুকের ভেতর?

নেপথ্যে। ভাংলেম দরজা, চালাকি? আমি ঐ কর্ম্ম করে বেড়াই, আমার সঙ্গে চালাকি! আমার কাজ হল ঐ——

নারা। গেল গো, গেল গো! গিন্নি রক্ষা কর গো, আমার টাকা কড়ি দরকার নেই—কিছু চাইনি, তুমি আমায় প্রাণে বাঁচাও গো——তুমি আমার ধর্ম্ম বাপ! খুড়ো, জেটা, পিশে, ঠাকুর-দাদা! এই হেঁপায় শান্তিপুর ছেড়েছিলেম!

গিন্নি। ভাল অজবুক! এস, এবার না বাড়ী ছাড়লে চল্‌বে না, বড় বাড়া বাড়ি দেখচি—সন্দেহ করেছে—যাও এই সিন্ধুকের ভেতর যাও—

(নারায়ণের সিন্ধুকের ভিতর প্রবেশ ও গিন্নির দ্বারোদ্ঘাটন ও অঘোরের বেগে প্রবেশ।)

অঘো। (পিপা গড়াইয়া টেবিল উল্টাইয়া প্রহার)

গিন্নি। কি হয়েছে কি? খুঁজ কি? দেখচ কি?

অঘো। কোথায় লুকোলি বল? দরজা খুল্‌তে দেরি হল কেন?

গিন্নি। হলো তোমার শ্রাদ্ধের আয়োজন কচ্ছিলেম্ বলে—তোমার জলখাবার সাজাচ্ছিলেম্।

অঘো। জলখাবার সাজাতে সাজাতে কি দরজাটা খোলা যায় না?

গিন্নি। কর্ত্তে পার না এসে গিন্নিপনা? আমার এমন স্বভাব নয়, আমি হাতের কায না সেরে অন্ত কাযে হাত দিই না! এর আদ খানা ওর আদ খানা আমার ভাল লাগে না—

অঘো। রেখে দাও তোমার ছেনালি, আমি ও সব শুন্‌তে নেই চাভা হায়! বের্ কর?

গিন্নি। বের্ করা স্বভাব তোমার! তুমিই বের্ কর—পরের বউ ঝি বার্ কর্ত্তে তুমিই খুব তয়ের!

অঘো। এ সব জলখাবার তোমার কোন বাবার জন্তে—

গিন্নি। এই তোমার—তোমার!

অঘো। ও সব কথা আমি শুন্‌তে চাইনে, কোথা আছে বল? নইলে—

গিন্নি। নইলে কি (ক্রন্দন) মার্‌বে নাকি? মার, মেয়ে মানুষ না হলে তোমার আর জোর খাট্‌বে কোথায়?—আমার স্বামী হয়ে আমার উপর সন্দেহ করে! যদি সন্দেহ করেছ, আর তোমার ঘরে আমার থাকা উচিত নয়, আমায় রেখে এস, বাপের বাড়ী, তারা পেটেও জায়গা দিয়েছে হাঁড়িতেও জায়গা দেবে, আমার শাশুড়ী তো আমায় নিতান্ত ভোমের চুবড়ি ধুয়ে আনে নি।

অঘো। যাও বাপ্‌কা বাড়ী, আমি নেই চাভা হায়—তোমার মত বাগ আমার ঢের মিলে গা—আমার মেজাজ গরম হয়ে গেছে—

গিন্নি। আমি এখনি বাপের বাড়ী যাব, এত অপমান! আপনার স্বামীর হাতে এত অপমান! আমি যেমন ভাল আছি, আজকের বাজারে এমন কে থাকৃতে পারে! রেখে এস আমায় বাপের বাড়ী, নইলে এখনি আমি গলায় দড়ি দেব—

অঘো। আচ্ছা আমি ডোন্‌কেয়ার করিনে, এখনি পাঠিয়ে দিচ্চি—

গিন্নি। পাঠিয়ে দিচ্চি নয়, আমি একবারে “ফারখৎ” চাই আমি মনে কর্ব্বো আমি রাঁড় হয়েছি, তুমি নিজে আমায় রেখে এস (ক্রন্দন)

অঘো। কি? আমায় নিজে রেখে আসৃতে হবে? —আমার খুব সন্দেহ হয়েছে আমি আর তোমায় চাই না, ভাল, নিজেই রেখে আসৃচি!

গিন্নি। এই নাও তোমার জিনিস পত্র, আমি চাইনে (অলঙ্কার মোচন) আমার বাপের বাড়ীর জিনিস আমায় বুঝিয়ে দাও।

অঘো। নেজাও তোমার বাপের বাড়ীর জিনিস, তোমার কি কি আছে আমি চাইনে! তোমায় আমায় এই পর্য্যন্ত— মুটে ডাকৃতো কে আছিস———

গিন্নি। হাঁ, হাট বাজারে গোল কর মুটে ডাকি—তবে আমিও রাস্তায় দাঁড়িয়ে ডাকি, যখন আমায় ভাতার আমায় ত্যাগ করেছে, তখন আর আমার লজ্জা কি?

অঘো। না না না, কি কর্ত্ত বল এখন ?

গিন্নি। তুমি নিজে চল—"কারথৎ" হতে হয় চুপি চুপি হোক্—

অঘো। চল তাই চল, তোমায় বিদেয় কল্লেই আমার হল।

গিন্নি। নাও ঐ আমার বাপের বাড়ীর সিন্দুক নাও মাথায় করো, ওতে আমার সব আছে।

অঘো। (তথা করণ) চল, ইস্! যে ভারি, ও বাবা—

গিন্নি। আমার মা গরিব নয়, কত জিনিস দিয়েছিলেন জান তো—

অঘো। এঃ হে হে হে! এ জল পড়ছে কোথা থেকে—

গিন্নি। ঠেকার কোরো না! ও বড় জিনিস, মা তারকেশ্বরে গেছলেন, চন্নামেত্ত দেছলেন, দুষ্প্রাপ্যি জিনিস—তাই বুঝি পড়ে গেছে—

অঘো। অ্যাঃ! বাবার চন্নমেত্ত আহা—হা—

(জিহ্বাদ্বারা লেহন)

[প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য—রাস্তার মোড়।

(অঘোরের প্রবেশ।)

অঘো। বাপের বাড়িতে তো রেখে এলেম, গিন্নি ভারি চটেছে, আচ্ছা আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্চিনে! রত্নাকে

ছোঁড়া রোজ রোজ এসে যা বলে তাত আমার নিজের সঙ্গে মিলে যায়। কিন্তু আর কারোর কি ঘর নেই, চেয়ার নেই? আমিই কেন সন্দেহ করি—নারাণ তো আমার কিছু ছাপে না। এক ডিমের কাজের জন্য কি আমি গৃহশূন্য হলেম্? কাল গিয়ে গিন্নির পায়ে ধরে আন্‌বো। রাগ বড় বদ জিনিস—

নচ রাগাৎ পর রিপু—

সবই আমার দোষ! নারাণ ভাল, গিন্নি ভাল, আর আমার কাজও ভাল। আমি আমার দোষে সব নষ্ট কচ্চি! এদিক ওদিক যা করি—গিন্নিকে কাল ঘরে আন্তেই হবে।

[নারায়ণের প্রবেশ।]

বল তো বাবা আজকের খপর কি?

নারা। আজকের খপর পেচ্ছাপ!

অঘো। পেচ্ছাপ কি? আমার তামাসা ভাল লাগে না—আমার মন বড় খারাপ হয়েছে, বড় ভাবনা হয়েছে—

নারা। আর কাল থেকে ভাবতে হবে না! ছুঁড়ির ভাতার শালার বেটা শালা কদিন বড় উৎপাৎ করেছিল, কিন্তু আজ মেরে মানুষ কাজ গুচিয়ে এসেছে—কাল থেকে আমার রাম-রাজ্য।

অঘো। কি ব্যাপার খানা, কি বল দেখি?

নারা। আজ তো মহাশয় সবে মাত্র তামাক খাচ্চি—চিচি জল খাবার তৈয়ের কচ্চে এনেছেন—ছুঁড়ির ভাতার এসে সবর

বেটা খুব রেগে উপস্থিত—আমার তো ভয়ে পিলে চমকে গেল—টেবিল গেছে, পিপে গেছে, আজ কোথা লুকুই—ছুঁড়ির বুদ্ধিকে বলিহারি যাই—আমায় ফস্ করে তার সিন্ধুকের ভেতর লুকুলে—ভাতার বেটা এসে পিপে, টেবিল উল্টে পাল্টে খুঁজতে লাগলো—তার পর দুজনে বকাবকি করে ঝগড়া কল্লে—তার পর ছুঁড়ি বল্লে তুমি যদি আমায় সন্দেহ কর তো আমায় ফারখৎ লিখে দাও—মিন্সে তাতেই রাজি হলো—তার পর ছুঁড়ি বল্লে গোলযোগ করো না—লোকে কি বল্‌বে—তুমি আমার বাপের বাড়ির সিন্ধুক মাথায় করে আমার বাপের বাড়ি রেখে এস, মিন্সে তাতেই রাজি—সিন্ধুক মাথায় করে সে চল্লো—আমি ভয়ে আড়ষ্ট! শেষ মহাশয় আমি ভয়ে পেচ্ছাপ করে ফেল্লেম্, তা ছুঁড়ির কথায় মিন্সে তাই তারকেশ্বরের চন্নামেত্র বলে চাট্‌লে—হা—হা—হা (হাস্য) এখন আমার নিস্পরাও সংসার!

অঘো। পেচ্ছাপ করে দিয়েছিলি? অ্যাঁ—

নারা। ভয়েই দিয়েছিলেম্, সাধে দিয়েছিলেম্—

অঘো। অ্যাঁ—পেচ্ছাপ! বলিশ কি রে শালা! ওয়াক থুঃ

নারা। মহাশয় আপনারইতো সুবিধা! পাজি বেটা পেচ্ছাপ খেয়ে মরেচে—

অঘো। অ্যাঁ—পেচ্ছাপ—পেচ্ছাপ! গুখেগোর বেটা পেচ্ছাপ—ওয়াঃ! ওয়া!! ওয়াকথুঃ থুঃ!!! (প্রহার)

নারা। উঃ! একি মহাশয় খেপলেন না কি? সে আপ-

নার কে? তার মুখে পেচ্ছাপ করেছি, বেশ করেছি, তাতে আপনার কি?

অঘো। সে আমার বাবা রে শালা! পেচ্ছাপ করেছ—ছুওয়াক থুঃ! আমার গুষ্টির মাথা করেছ; আমার সর্ব্বনাশ করেছ—শালা বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা!——আমারি ঘরে এই রে বেটা? রেজলা হারামজাদা। (প্রহার)

নারা। [প্রহার খাইতে খাইতে প্রস্থান!]

ওঃ! এতকাল এই কাজ করে এলেম, শেষ এই হল? অঘোর মুকুয্যের নাম ডুবলো? বাবু মহাশয়গণ! আমি যেমন দুর্ব্বুদ্ধিক্রমে ভদ্রলোকের মেয়েদের ওপর নজর দিতেম, গিন্নি আমার তেম্নি মুখের মতন জুতো দেছেন্—ভদ্রলোকের ছেলের ওপর নজর দেছেন এখন—

সভ্যগণ এসে দিন চুণ কালি গালে।
"চোরের উপর বাটপাড়ি" হল মোর ভালে॥

The Calcutta Printing Works, No. 2, Kisari Lal Mookerjee's Lane, Calcutta